রক্ত রেখা

▣ বিধান চন্দ্র দে

বড়মুড়া পাহাড়ের বুকে ছোট্ট একটা গ্রাম - খামতিং বাড়ী - ছোট্ট তুই সিন্দ্রাই ছড়া গ্রামটাকে দু'ফালি করে দিয়েছে চাল কুমড়োর মতো। গ্রামের সব ছেলে-বুড়ো-যুবতী তাদের তৈরী শিল্পকর্ম-ফলন নিয়ে সওদা-ব্যাপার করে তেল্লামুড়া বাজারে। এখানে কত কী উপাচার - পসরা সাজিয়ে বসে ভূমিপুত্র কন্যারা। বন আলু, আনারস, তরমুজ, শশা, জুমের চাল কুমড়ো, ভুট্টা, কমলা, রামকলার থোর, বাঁশের কড়ুল, বন মুরগী, হাঁস, খরগোস, বনরুইয়ের মাংস সেগুন পাতায় মুড়ে বিক্রি হয়। আরো কত কী ! বাঁশ বেতের, কাঠের কারুকার্য্যময় দ্রব্যাদি - ওরা হাটে বিক্রি করে সংসার চালায়।

মোহন তিপ্রা এই গ্রামেরই ছেলে। তার নয় ছিদ্রের টিপারা ফ্লুট - আর নয় ছিদ্রের আড়া বাঁশির সুরে তুই সিন্দ্রাই ছড়ার জল নেচে নেচে যায়। মোহনের বাঁশির টানে বনের হরিণীরাও পথ ভুলে কান পেতে থাকে।

২৫শে বৈশাখের প্রাহ্ন বেলায়। সপ্তাশ্ব রথে চড়ে সূর্য্যদেব যখন রক্তিম ছটায় তুই সিন্দ্রাই ছড়ার জলে স্ফটিক দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল মোহন। বাঁশির সুরের সে গান বনভূমিতে অনুরণিত হল -

'হরু কাচাকাং তক বল লব কাচাং
লব ফাই লিয়াদ তকবুই
মাইরিক কুং কাচাং নুলব ফাইমানি
তাবুক কুং কাচাং ফাইলিয়াদ তকবুই
মাইরিক কুং কাচাং আচুক আং তংঅ
নিনি লব কাচাং নি বা গই।
ও তকবুই লব ফাইলিয়াদ - তাবুক
রম নানি বাগয় আং খুইতে নয় রি অয়-
কিরিদে নুংলব ফাইলিয়া
খুই পুং ফুইচা অইখিবিঅয় রিখা
ফাই অয়লব ফাইদি তাবুক

[অনুবাদ :- স্নিগ্ধ শীতল সন্ধ্যায় ও সকালে শীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ উপত্যকায় যে পাখি সুমিষ্ট স্বরে গান করত সে আর গান করেনা এসে। তার সুমিষ্ট স্বরে গাওয়া গানটি শুনার আশায় সকালে ও সন্ধ্যায় আমি বসে থাকি তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে। কিন্তু সে আর এলো না..... ।]

এমন সময় ছড়ার পাশ দিয়ে মাথায় জাপা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ভূমিকন্যা। ফুলমনি হালাম নাম তার। সে গানের সুর বাঁশির টানে বিমোহিত হয়ে এগুতে থাকলো। হরিণীরা যে ভাবে আকর্ষিত হয়। ধীরে ধীরে সে এক সময়ে পৌঁছে গেল বংশী বাদকের কাছাকাছি। পাতার উপর দিয়ে পদচারনার খস খস শব্দে বাঁশি থেমে গেল। কারো উপস্থিতি অনুভব করে নিমিলেশ নয়নে তাকায় মোহন।

কে ? জিজ্ঞেস করে মোহন।

থতমত খেয়ে চলে যাচ্ছিল লজ্জিত ফুলমনি। মোহন ব্যাকুল ভাবে বলে, যখন চলেই এসেছো কাছাকাছি তখন একদন্ড জিরিয়ে যাও না কেন ?

কিন্তু, কেন ? তোমার সুর ভঙ্গ করে আমি এমনিতেই অপরাধী, আমাকে যেতে দাও।

না-না মোহন তৎপরতার সঙ্গে বলে ওঠে - সুরভঙ্গের অপরাধ বোধ যদি মনে করো তাহলে তুমি নিজেই এক নতুন সুর শুনিয়ে আমাকে অনুশীলনের সুযোগ দাও।

ক্ষমা কোরো, তোমার সুন্দর সঙ্গীতময় জীবন, আমার অন্তরাত্মায় এক অদ্ভুত পবিত্রতার দ্যুতি ভরে দিয়েছে। সেখানে আমার .....

থাক ! এসব না বলে তোমার কাছে যা প্রত্যাশা করছি তাই করো। তখন এক দমকা হাওয়া এসে এতো জোরে বইতে লাগল যে সেগুন গাছের ডালপালা নেচে উঠলো। দু'কয়েকটি পাখি কিচির মিচির রবে কোরাস ধরলো।

অবনত মস্তকে ফুলমনি একবার আড়চোখে মোহনকে দেখে নিয়ে জাপাটি রেখে বসে পড়লো।

আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে-শৈলীতে তোমার গানের আদল এসে গেলে ক্ষমা কোরো। ফুলমনি গুনগুনিয়ে গান ধরলো -

'হারিনি ওয়াকরগ কুকুকছা ফুরু
হারী বেংছগি মায়্যা
তুই ছা তুই কুছু তর খালাই ফুরু
বারাই - টিকি রুকু মানিয়া
কুচুক তিখিং সিংতক খেপ চা ফুরু
তকমা ফেরে রুগ মানিয়া।
মাছা ছা গানাং ওয়াগ তালাং ফুরু
মারাই ছা টিকি রুকইয়া'

[অনুবাদ :- শুকরের পাল যদি বিক্ষিপ্ত ভাবে দৌড়ে পালায় তখন হাতীরও সাধ্য নেই তাদের একস্থানে জড় করে। ছোট নদীতে ও যখন ঢল নামে, তখন কোন কিছু দিয়েই

ওকে বাঁধ দেওয়া যায় না..... ।]

ফুলমনির গানের ইঙ্গিত মোহনের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এভাবে দিন যায় রাত গড়ায়। মোহন-ফুলমনির প্রেম কথা ছড়িয়ে পড়ে তুইসিন্দ্রার অলিতে গলিতে।

(২)

ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে পাহাড়ে নৈসর্গিকতা নেমে আসে। আকাশে ঝলমলে আলো। সবুজ পাহাড়ে উপচে পড়েছে স্বর্ণাভ চাঁদ। মায়াকাজল চোখে হরিণীরা দল বেঁধে নেমে আসে জুমের ফসল খেতে। টঙ ঘরের আশে পাশে জুমের কচি কুঁড়ি ফসল হরিণের খুব প্রিয় খাবার। এ সময়ের জুম পাহাড়া দিতে হয়। না হলে শষ্যাদি নষ্ট করে হরিণীর দল। মোহন তাই টঙ ঘরের দাওয়ায় বসে জুম পাহাড়া দেয়। কারণ জুম নষ্ট হলে জীবিকার বিকল্প পথ বড় কষ্টকর। শহরে গিয়ে গতর খেটে জীবিকা নির্বাহ করা মোহনের পছন্দ নয়। মোহন তাই রাতভোর বাঁশি বাজায় আর জুম পাহাড়া দেয়।

প্রায় দিন সন্ধ্যায় ফুলমনি আসে। অনেক রকম খাদ্য দ্রব্য আনে। পিঠে পায়েস সুস্বাদু খাবার। দু'জনে মিলে মিশে খায়। মোহন বাঁশি বাজিয়ে শুনায় আর জুম পাহাড়া দেয়।

আর ফুলমনির চোখে জল ঝরে.....

'মই মানলিয়া মায় বাবুনি জ্বালা
ফাইদি চুং নক ছাড়ে থাংলা-
তরিয়া লক য়্যাছা মায় বাবুল মায়া
তরখায় প্রান যাদুন মায়া
ফাইদি দুংদেকা ছাড়ে ওই থাংলা-
হা পাই মিনিয়া - বলং কিরিয়া
যাদুনুং লগে তংথাই
থাগদা করুই সুমুগ তকমাস-
থাইন লগে তংথা
কইনি চনাচিন - কিরিনানি
থমনিনতা - বচুংমনি চাম কুরুই
থমন চু কিরিনানি
বাআ - বাদশা ববি ওই চা রোয়া
রাজন চুং কিইরু অ-য়া
যাদু ফাইদি য়্যা ছক ছাকান থাংনী-

(৩)

[অনুবাদ :- মাতা পিতার কটুকথা আর সহ্য হয় না। চল আমরা সব ছেড়ে চলে যাই..... সুন্দর স্বপ্নের মতো একটি নীড়ে থাকবো দু'জনায়।]

(৩)

কয়েকদিন ধরেই পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে গুলির আওয়াজে সবাই সন্ত্রস্ত। উগ্রবাদীরা এদিকে এসে সেলটার নিয়েছে। আসাম রাইফেলস আর ত্রিপুরা রাইফেলসের জোয়ানেরা ধাওয়া করেছে ওদের। পাহাড়ের খানা খন্দে ঝোপ ঝাড়ে অনবরত অপারেশন আর এনকাউন্টার চলছে। গুলি পাল্টা গুলির শব্দে আকাশ বাতাস ভারী।

সূর্য্যের শেষ রঙ্গিন সোনালি বিষন্নতা ছড়াচ্ছিল পাহাড়ের উঁচু উঁচু গাছগুলির কচি কচি পাতায় মগডালে। দিগন্তের কাছে জড়ো হয়েছিল জামরঙা একটি গভীর ছায়া।

তিনদিন হলো ফুলমনিও আসেনি। মোহন নিজেই অবস্থা বুঝে বারণ করেছে ওকে। সন্ধ্যার ফিকে আলো ছায়ায় কার যেন উপস্থিতি টের পেল মোহন। খানিক পরেই বুঝতে পারল ফুলমনি ডাকছে ওকে। টঙ ঘরের নিচে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে, বেলে মাটির শিল্প প্রতিমার মতন।

মোহন টং ঘর থেকে নেমে আসতেই ওর বুকে আছড়ে পরে ফুলমনি। অশ্রুসিক্ত ফুলমনিকে জাপটে ধরে মোহন বলে উঠে - ইশ, কেমন লতার মতো হেলে পড়লে যে। নিজেকে শক্ত করো, ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন ?

ফুলমনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো। ওর লবণাক্ত চোখের জল টপ টপ করে ঝরে পড়লো মোহনের মসৃণ বুকে। শক্ত করে ফুলমনিকে জড়িয়ে ধরে মোহন গেয়ে উঠল-

'ছাবছা অচিনি কান কুরুই
বাচাদি যত ছিক্লা চ্লী বরক বুরুই
জুদাহা - ফাইচিং - নাইদি।
ইয়াগ বাই ইয়াগ রজয় তংনানি
হংআনু
যুমানি খাল বাই খ্লাই।

[অনুবাদ :- কে বলে আমাদের শক্তি নাই। স্ত্রী-পুরুষ যুবক যুবতী তোমরা সবাই জেগে উঠ। নতুন দিন আসছে। এক হতে হবে। আর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এলে হাতে হাত ধরে থাকবো সবে।]

(৪)

ভাগ্যের কি পরিহাস। খামতিং বাড়ী, উপজাতি পাড়ায় শুরু হয়ে গেল বৈরী-পুলিশে খন্ড যুদ্ধ। জুমের ক্ষেত তছনছ হল সামরিক দাপাদাপিতে। বিঝুদিনের ধর্মের ঢেউ উবে গেল। মোহন-ফুলমনির জীবন অনিশ্চিত পথ ধরে চললো। পাড়ায় এখন

ঈশ্বরের আরাধনা আর ধর্মীয় কীর্ত্তন অহোরাত্র চলছে। যাদের মেয়েদের বিয়ে হয়নি সোমত্ত যুবতী, যাদের ছেলেরা বিভ্রান্ত হয়ে বন্দুক নিয়ে হয়ে গেছে বৈরী, যারা ধার-কর্জ্জ করে জুম চাষ করেছিল - সবাই এই সঙ্কটে নতজানু হলো - দেবদেবীর পদে।

রাত হয়ে গেছে, আমাকে যেতে দাও। বুকে বিলি কেটে বলে ফুলমনি।

কী এমন রাত হয়েছে, তবু হ্যাঁ, যাও, চলে যাও, মোহন উঠে দাঁড়ায়।

মোহন বাঁশিতে একটা করুন সুর ভাজতে ভাজতে নেমে পড়ল টঙ ঘর থেকে। ওর পিছু পিছু নেমে এলো ফুলমনি। এমন সময় দুপদাপ আওয়াজ ও গুলির শব্দে কেঁপে উঠল বন প্রান্তর। আঁতকে দু'জন জড়িয়ে ধরল দু'জনকে। টঙ ঘরের সামনে প্রজ্জ্বলিত লাল মশালের আলোয় ততধিক লাল দেখাচ্ছে মোহন-ফুলমনিকে। চতুর্দিক থেকে ষ্টেনগান আর এস-এল-আরের গুলিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে উঠল মরণ আর্তনাদে। মোহনকে প্রচন্ড জোরে খামচে ধরল ফুলমনি। দমবন্ধ করা কয়েকটা মুহুর্ত্ত। তারপর ফুলমনির নীথর দেহটা আঁছড়ে পড়ল বনভূমিতে। চারিদিকের তীব্র টর্চের আলোয় মোহন দেখতে পেল লাল রক্তে ভিজে গেছে তার প্রেম প্রতিমা। ফুলমনির নিস্প্রাণ দেহটা টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দিয়ে দেশরক্ষায় অতন্ত্রী প্রহরীরা রক্তস্নাত মোহনের হাতে পড়িয়ে দিল হাতকড়া। অব্যক্ত আর্তনাদে মোহন চীৎকার করে। বনভূমিতে আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়।

(একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

চিঠি মহল
রাণা প্লাজা, বিবেকানন্দ রোড, ধর্মনগর,
উত্তর ত্রিপুরা,
মোবাইল: ৯৪৩৬১৩২৭৩৩

শুভ বিবাহের কার্ড, অন্নপ্রাশণ, উপনয়ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রন কার্ডের এক বিপুল সম্ভার। এছাড়াও শ্রাদ্ধের কার্ড, সকল প্রকার গ্রিটিংস কার্ড ও মুসলিম বিয়ের কার্ডের মেলা।

ফ্রেন্ডস কেটারার
বিবেকান্দ রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
মোবাইল: ৯৪৩৬১৩২৭৩৩/৯৪৩৬৪৭৯২৩০/
৯৮৬২৬০৯৫৪৯

যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে আপনার পছন্দের আমিষ/নিরামিষ রান্না করা খাবার সরবরাহ ও পরিবেশনের সুলভ সুযোগদানে আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ।